দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 31 2000 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪ ...

73

রাজশাহী কলেজ রণক্ষেত্র ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে আহত ১০

রাজশাহী, ৩০ জানুয়ারি (সংবাদদাতা) ॥ রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী কলেজে ছাত্রলীগ (বা-অ) ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে মারুফ ও মোমেন নামে ছাত্রলীগের

(১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

রাজশাহী কলেজ

(১২-এর পাতার পর)

দুই কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে রাজশাহী কলেজ এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ ও ১১ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস শেল নিক্ষেপ করে। অন্যদিকে সংঘর্ষ শেষ হবার প্রাক্কালে একদল সশস্ত্র যুবক কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এতে লক্ষাধিক টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বেলা ১১টার দিকে ছাত্রলীগ (বা-অ), ছাত্রশিবির, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী ও ছাত্রদল অন্যান্য দিনের মতো কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে ছাত্রলীগ প্রশাসন ভবনের সামনে সমাবেশ শুরু করে। এ সময় কলেজ গেটের সামনে ছাত্রশিবির ও ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল মুখোমুখি হলে উভয় সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়। ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের সাথে টিকতে না পেরে পিছু হটলে শিবির ক্যাডাররা সমাবেশরত ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগও পাল্টা হামলার মাধ্যমে তার জবাব দেয়। এ নিয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপসহ ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। আধা ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে ছাত্রদল শিবিরের পক্ষ নিয়ে ছাত্রলীগ (বা-অ) কর্মীদের ওপর এবং ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগের (বা-অ) পক্ষ নিয়ে শিবির কর্মীদের ওপর হামলা চালায় বলে পুলিশ কর্মকর্তারা জানান।

এদিকে পুলিশের টিয়ারগ্যাস শেল নিক্ষেপের পর সংঘর্ষরত ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে একদল সশস্ত্র যুবক কলেজের প্রশাসন ভবনের দোতলায় গিয়ে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের আসবাবপত্র, টেলিফোন সেট ও জানালার কাচ ভাংচুর করে এবং অফিসের ফাইলপত্র তছনছ করে। এ সময় কলেজ অধ্যক্ষ কোন রকমে নিজেকে রক্ষা করেন। অন্য শিক্ষকরাও প্রাণভয়ে কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। সন্ত্রাসী যুবকদের হামলায় অধ্যক্ষের কার্যালয়ের লক্ষাধিক টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উপস্থিত এক শিক্ষক জানান। কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয় ভাংচুরকারী ওই যুবকদের পরিচয় জানা যায়নি। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয় ভাংচুর ও ফাইলপত্র তছনছ করার ব্যাপারে থানায় মামলা হয়নি। তবে ছাত্রলীগ কর্মী মারুফকে মারধর ও হাতুড়ি দিয়ে পিটানো এবং তার টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগে সুইট, সমাপ্ত, রায়হান, আকুল কালাম ও আবু সাঈদ— এই ৫ জনকে আসামী করে বোয়ালিয়া থানায় মামলা হয়েছে। আসামীদের সকলেই ছাত্রদল কর্মী বলে পুলিশ জানিয়েছে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।